দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ শিক্ষকের পদোন্নতি উপেক্ষিত ৯ শিক্ষক

■ রংপুর প্রতিনিধি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আপগ্রেডেশন বোর্ডের সুপারিশকৃত ২৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বাকি ৯ জন শিক্ষকের পদোন্নতি স্থগিত রয়েছে। গত ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪তম সিন্ডিকেট সভায় এ ২০ শিক্ষককে পদোন্নতি দেওয়া হয়। আপগ্রেডেশন বোর্ড এবং প্লানিং কমিটির সুপারিশের পর পদোন্নতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আপগ্রেডেশন বঞ্চিত কয়েকজন শিক্ষক। আপগ্রেডেশন বঞ্চিতদের মধ্যে নীলদল ও প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী শিক্ষকও রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, পদোন্নতি পাওয়া ২০ শিক্ষকের মধ্যে বাংলা বিভাগের শিক্ষক পরিমল চন্দ্র বর্মন সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক ও গণিত বিভাগের শিক্ষক রুহুল আমীন সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক ও বাকি ১৮ শিক্ষক প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

এ দিকে সকল শর্ত পূরণ করেও পদোন্নতি বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন শিক্ষক। তাদের দাবি, শর্ত পূরণ করার পরেও দু-একজন প্রভাবশালী শিক্ষকের প্ররোচনায় তাদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আপগ্রেডেশন বঞ্চিত এক শিক্ষক জানান, 'আপগ্রেডেশন বোর্ড এবং প্লানিং কমিটি সুপারিশ করার পরও সিন্ডিকেট সভায় কি কারণে আপগ্রেডেশন দেওয়া হলো না বিষয়টি আমাদের বুঝে আসছে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আপগ্রেডেশন নীতিমালায় রেয়াত আছে। আপগ্রেডশনে যারা বঞ্চিত হয়েছেন তারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেই আবেদন করেছিলেন। তাদের আপগ্রেডেশন না দেওয়াটা বিধি সম্মত হয়নি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং সিন্ডিকেট সভার সদস্য সচিব ইবরাহীম কবীর বলেন, 'শিক্ষকদের আপগ্রেডেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. একেএম নুর-উন-নবীর সময়ে যে বোর্ড গঠন করা হয়েছিল সেই বোর্ডের সুপারিশপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে সিন্ডিকেট সভায় পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষদের আপগ্রেডেশন দেওয়া হয়েছে।'

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রফেসর ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেন, সিন্ডিকেট সভায় কত জনকে আপগ্রেডেশন দেওয়া হয়েছে বা কতজন বাদ পড়েছে এ বিষয়গুলো রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করেন। তবে আমরা সিন্ডিকেট সভার সদস্যরা যা অনুমোদন করেছি তাই হয়েছে। আর সিন্ডিকেটের যে কোনো সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া এগুলো দীর্ঘ মেয়াদী বিষয়। আমার আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন ড. একেএম নুর-উন-নবী। তিনি যে আপগ্রেডেশন বোর্ডগুলো গঠন করেছিলেন সেগুলো সুপারিশ নিয়ম মাফিক সিন্ডিকেটে সভায় উত্থাপন করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী যাদের আপগ্রেডেশন পাওয়ার কথা তারাই পেয়েছেন।